পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির সাক্ষরতা হারের জেলাভিত্তিক অধ্যয়ন

পিয়াসা কোলে [১] এবং অনন্ত হালদার [২]

বি.এড. বিভাগ

বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১১১০১, ভারতবর্ষ

[১]2016piyasakoley@gmail.com [২]anantahalder86@gmail.com

সারসংক্ষেপ

কোনো দেশের উন্নয়নে সেই দেশের সাক্ষরতার হার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু সাক্ষরতার হার সর্বত্র সমান নয়; জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং স্থান-কাল ভেদে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যয়ন পত্রটিতে আলোচনা করা হয়েছে ২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের মোট সাক্ষরতার হারের পরিবর্তন এবং পুরুষ ও মহিলাদের লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতার হারের পার্থক্য সম্পর্কে। এই অধ্যয়ন পত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে ২০০১ ও ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের জনগননার তথ্য ব্যবহার করে। QGIS 3.14 সফ্টওয়্যারের সাহায্যে মানচিত্রগুলি প্রস্তুত করা হযেছে। পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতির এবং তপশিলি উপজাতিদের সাক্ষরতার হারের পরিবর্তন যথাক্রমে ১০.৩৯ এবং ১৪.৫৮। তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের সাক্ষরতার হার সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হারের পার্থক্য যথাক্রমে ১৫.৯৭ এবং ২০.৪৫। তফসিলী জাতিদের লিঙ্গ ভিত্তিক পার্থক্যের হার বেশি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, দক্ষিণ 28 পরগণা, উত্তর 28 পরগণা, উত্তর দিনাজপুর এবং হুগলী জেলাতে ও তফসিলী উপজাতিদের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর,হুগলী ও বর্ধমান জেলাতে। শিক্ষা হল উন্নতির প্রধান ভিত্তি। শিক্ষাই পারে দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির উন্নতিসাধন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

সূচক শব্দ : তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং সাক্ষরতার হার।

ভূমিকা

কোনো দেশের উন্নতিতে সেই দেশের সাক্ষরতার হার একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে দেশ সাক্ষরতার দিক থেকে এগিয়ে আছে সেই দেশের মানুষ স্বাস্থ্য, সচেতনতার দিক থেকে এগিয়ে থাকে এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ দ্বারা সম্পদের যথাযথ পরিপূর্ন ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যার দারুণ তাদের সামাজিক দিক থেকে ব্যাপক হারে উন্নতি সাধন ঘটে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় সাক্ষরতার হারে এগিয়ে। “Literacy is a human right, a

tool of personal empowerment and a means for social and human development. Education opportunities depend on literacy. It is at the heart of basic education for all, and essential for educating poverty, reducing child mortality, curbing population growth, achieving gender equality and ensuring sustainable development, peace and democracy" (UNESCO, 2010)। একজন মানুষ সাক্ষর হিসাবে গণ্য হবেন যদি তিনি যে কোন একটি ভাষা লিখতে, পড়তে এবং বুঝতে সক্ষম হন (সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ২০১১)।

সাক্ষরতার হার স্থান থেকে স্থানে এবং সময়ানুসারে পরিবর্তিত হয়। প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সমাজ বর্ণাশ্রম প্রথাতে বিভক্ত ছিল। তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত মানুষজন সমাজের মুলস্রোত থেকে অনেক পিছিয়ে ছিলেন, যার দরুন তারা সমাজের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ণমূলক কর্মসুচী গ্রহণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৩.৫১% তপশিলি জাতি এবং ৫.৫০% তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন (পশ্চিমবঙ্গের জনগননা, ২০১১)। কোন একটি দেশের বা অঞ্চলের উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন সেই দেশ বা অঞ্চলের সকল মানুষ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়। তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির গোষ্ঠীর মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে না দিলে উন্নয়ন অসম্ভব।

সাহিত্য পর্যালোচনা

এই গবেষণাটি সম্পন্ন করতে বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাপত্রগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলো -

১. দত্ত ও বিশাল (২০২০) পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির সাক্ষরতা হারের সম্প্রদায়ভিত্তিক ধরন এবং পরিবর্তন বিষয় গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হল তপশিলি জাতির গ্রামওশহরের, নারী-পুরুষ এবং দশ বছরের সাক্ষরতা হারের পরিবর্তন বিষয় আলোচনা করা। সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ও কার্যকর সাক্ষরতা হার ব্যবহার দ্বারা কাজটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০১১ সালের সাক্ষরতা হারের বৃদ্ধি পেলেও লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতা হারের পার্থক্য ভারতবর্ষের সব রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ২০তম স্থান অধিকার করে।

২. রুকসানা ও আলাম (২০১৪) পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির বহিঃস্থ অন্যান্য সম্প্রদায় সাক্ষরতা হারের এবং তপশিলি জাতির সাক্ষরতা হারের জেলাভিত্তিক বিভিন্নতা বিষয় গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হল তপশিলি জাতি বহিঃস্থ অন্যান্য সম্প্রদায় এবং তপশিলি জাতির সাক্ষরতা হারের গ্রাম ও শহরের, নারী-পুরুষ সাক্ষরতা হারের পার্থক্য করা। ২০১১ সালের সাক্ষরতা হারের তপশিলি জাতির বহিঃস্থ অন্যান্য সম্প্রদায় সাক্ষরতা হারের এবং তপশিলি জাতির সাক্ষরতা হারের পার্থক্য বারচিত্র ও কোরপ্লেথ মানচিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। তপশিলি জাতি বহিঃস্থ অন্যান্য সম্প্রদায় এবং তপশিলি জাতির সাক্ষরতা হারের মধ্যে তুলনায় লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতা হারের পার্থক্য বেশি রয়েছে তপশিলি জাতির।

৩. সাহা ও দেবনাথ (২০১৬) পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতা হারের জেলাভিত্তিক গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির সাক্ষরতার হারের ধরন, পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির নারী ও পুরুষ সাক্ষরতার হার, গ্রাম ও শহর এবং তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির সাক্ষরতা হারের ধরন সম্পর্কে আলোকপাত করা। গৌণ তথ্যের উপর ভিত্তি

করে বারচিত্র ও GIS মানচিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের সাক্ষরতার হার সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে বৃদ্ধি পেলেও জেলাগুলিতে সাক্ষরতার হারে বিভিন্নতা আছে।

৪. চট্টরাজ ও চন্দ্র (২০১৫) পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতা হারের ধরন এবং জেলাভিত্তিক বিভিন্নতা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির সাক্ষরতার হারের ধরন, পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির নারী ও পুরুষ সাক্ষরতা হার এবং গ্রাম ও শহরের সাক্ষরতার হারের বিভিন্নতা ও পরিবর্তন ও তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির সাক্ষরতা হারের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা। গৌণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোরপ্লেথ, পারস্পরিক সম্পর্ক, গ্রামীণ-শহুরে ভিন্নতাসূচক, যৌগিক উন্নয়ন সূচক ব্যবহার দ্বারা কাজটি করা হয়েছে। তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের সাক্ষরতার হার সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে বৃদ্ধি পেলেও জেলাগুলিতে সাক্ষরতার হারের বিভিন্নতা দেখা যায়।

৫. বিশ্বাস (২০১৫) পশ্চিমবঙ্গের নারী সাক্ষরতা হারের ধরন এবং পরিবর্তন বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য হল সমগ্র ভারতবর্ষে রাজ্যগুলির মধ্যে নারী সাক্ষরতায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান, পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির নারী সাক্ষরতার হারের গতিপ্রকৃতি, লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য,গ্রাম ও শহর এবং তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির নারীদের সাক্ষরতা হারের ধরন, ২০০১ এবং ২০১১ সালের তথ্য এর ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক তুলনা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। গৌণ তথ্য উপর ভিত্তি করে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার এবং পরিবর্তনের হারের পার্থক্য দ্বারা কাজটি অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির নারী সাক্ষরতা হার ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির নারী সাক্ষরতা হার তুলনায় ভাল। ১৯৯১ থেকে ২০১১ সালের তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতির নারী সাক্ষরতা হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. বসাক এবং মুখোপাধ্যায় (২০১২) পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক সাক্ষরতা হারের বিভিন্নতা বিষয় গবেষণা করেছেন। গৌণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত পত্রিকায় এ রাজ্যর ১৭ টি জেলার সাক্ষরতার হারের পরিবর্তন উপস্থাপিত হয়েছে ১৯৫১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত। আর্থ সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষাক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরি করে, রাজ্যের সাক্ষরতা হারের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে নারীর কাজে নিযুক্তকরণ, ব্যাংক পরিষেবা, বিদ্যালয়, জীবিকার বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্যগুলি হল- ১. ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দশ বছরের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলিতে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীর সাক্ষরতা হারের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা। ২. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলির তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীর সাক্ষরতা হারের লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য আলোচনা করা।

তথ্য ও পদ্ধতিসমূহ

সমগ্র কাজটি প্রস্তুত করা হয়েছে গৌণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে। ২০০১ ও ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের জনগননা তথ্য ব্যবহার করে কাজটি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। QGIS 3.14 সফ্টওয়্যারের সাহায্যে মানচিত্রগুলি প্রস্তুত করা হযেছে। মাইক্রোসফট অফিস ২০০৭ ব্যবহার করা হয়েছে গণনার কাজে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর সাক্ষরতা হারের পরিবর্তনের মানের উপর ভিত্তি করে ১৮টি জেলাগুলিকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতির

সাক্ষরতার হারের পরিবর্তনের মানের (২০১১-২০০১) উপর জেলাগুলিকে উচ্চ শ্রেণি (সাক্ষরতা হারের পরিবর্তনের মানের তুলনায় অধিক) এবং নিম্ন শ্রেণি (সাক্ষরতা হারের পরিবর্তনের মানের তুলনায় কম) বিভক্ত করা হয়েছে। তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্যের হার নির্ণয় করা হয় নিম্নলিখিত পদ্ধতি দ্বারা লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতার হারের পার্থক্য = (তপশিলিজাতির পুরুষের সাক্ষরতার হার ২০১১ - তপশিলিজাতির নারী সাক্ষরতার হার ২০১১)। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতা হারের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে সমস্ত জেলাগুলিকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে উচ্চ শ্রেণি (লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতার হারের পার্থক্যের মানের তুলনায় অধিক) এবং নিম্ন শ্রেণি (লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতার হারের পার্থক্যের মানের তুলনায় কম) বিভক্ত করা হয়েছে। তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও উপরের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচনা

সারণি ১ : পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতির সাক্ষরতা হারের পরিবর্তন ২০০১-১১

জেলা	২০১১ সালের মোট তপশিলি জাতির সাক্ষরতা হার	২০০১ সালের মোট তপশিলি জাতির সাক্ষরতা হার	মোট তপশিলি জাতির সাক্ষরতা হারের পরিবর্তনের হার
বাঁকুড়া	54.03	42.92	11.11
বর্ধমান	62.74	51.99	10.75
বীরভূম	59.42	45.74	13.68
দক্ষিণ দিনাজপুর	66.26	51.99	14.27
দার্জিলিং	72.94	62.43	10.51
হাওড়া	71.33	61.13	10.2
হুগলি	68.36	56.01	12.35
জলপাইগুড়ি	73.04	61.78	11.26
কোচবিহার	73.57	64.35	9.22
কলকাতা	79.31	70.54	8.77
মালদা	61.04	51.17	9.87
মুর্শিদাবাদ	62.23	48.91	13.32
নদিয়া	73.34	63.09	10.25
উত্তর ২৪ পরগণা	79.7	70.74	8.96
পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর	75.52	54.32	21.2
পুরুলিয়া	56.07	45.15	10.92
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	76.31	67.36	8.95
উত্তর দিনাজপুর	62.41	50.06	12.35
পশ্চিমবঙ্গ	69.43	59.04	10.39

উৎস : *পশ্চিমবঙ্গের জনগননা (২০০১-২০১১) তথ্য*

সারণি ১, তপশিলি জাতির সাক্ষরতার হারের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর (২১.২০), দক্ষিণ দিনাজপুর (১৪.২৭), বীরভূম (১৩.৬৮), মুর্শিদাবাদ (১৩.৩২), কলকাতা (৮.৭৭), দক্ষিণ২৪পরগণা (৮.৯৫) এবং উত্তর ২৪ পরগণা (৮.৯৬)।

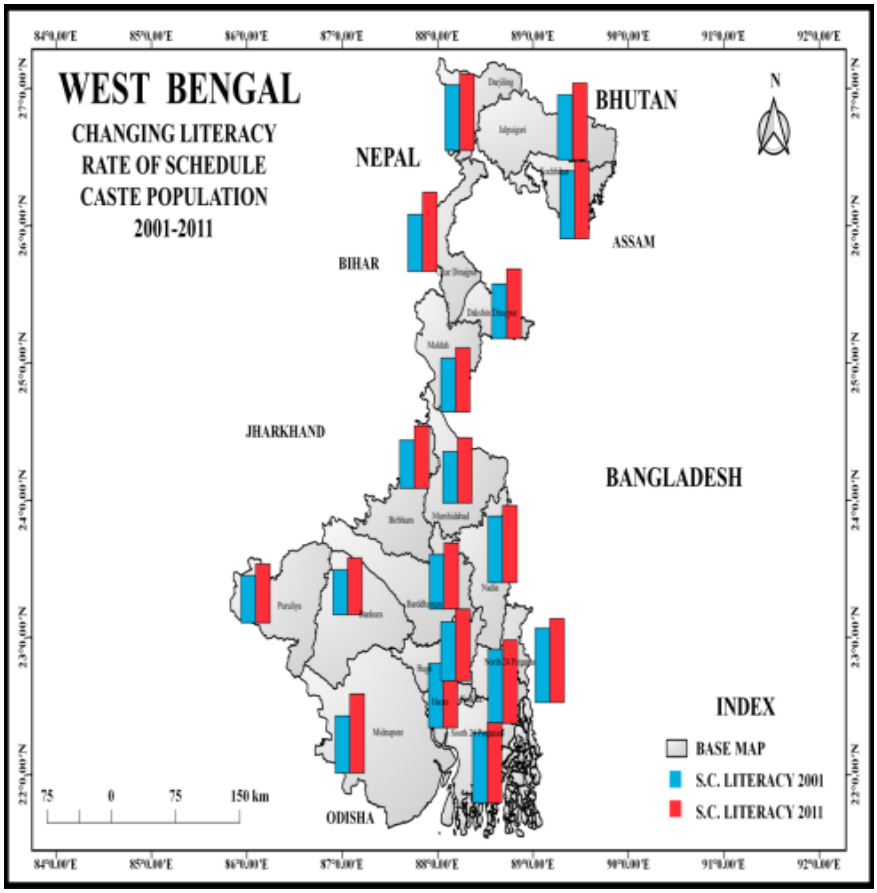

শ্রেণি	জেলার নাম
নিম্ন (সাক্ষরতা হারের পরিবর্তনের মাত্রা ১০.৩৯ এর নিচে)	কোচবিহার, কলকাতা, মালদা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
উচ্চ (সাক্ষরতা হারের পরিবর্তনের মাত্রা ১০.৩৯ এর উপর)	বাঁকুড়া , বর্ধমান , বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুর , দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর।

সারণি ২: পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি উপজাতির সাক্ষরতা হারের পরিবর্তন ২০০১-১১

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	২০১১ সালের মোট তপশিলি উপজাতির সাক্ষরতা হার	২০০১ সালের মোট তপশিলি উপজাতির সাক্ষরতা হার	মোট তপশিলি উপজাতির সাক্ষরতাহারের পরিবর্তনের মাত্রা
1	বাঁকুড়া	59.37	49.6	9.77
2	বর্ধমান	54.74	41.83	12.91
3	বীরভূম	47.48	31.2	16.28
4	দক্ষিণ দিনাজপুর	57.02	42.82	14.2
5	দার্জিলিং	74.26	55.48	18.78
6	হাওড়া	70.86	52.06	18.8
7	হুগলি	60.67	45.45	15.22
8	জলপাইগুড়ি	58.7	42.59	16.11
9	কোচবিহার	66.89	55.31	11.58
10	কলকাতা	82.06	76.39	5.67
11	মালদা	46.86	32.16	14.7
12	মুর্শিদাবাদ	51.34	35.79	15.55
13	নদিয়া	57.75	40.63	17.12
14	উত্তর ২৪ পরগণা	64.78	46.09	18.69
15	পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর	62.15	47.97	14.18
16	পুরুলিয়া	53.86	42.64	11.22
17	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	59.72	43.29	16.43
18	উত্তর দিনাজপুর	43.76	28.68	15.08
	পশ্চিম বঙ্গ	57.92	43.4	14.52

উৎস : *পশ্চিমবঙ্গের জনগননা (২০০১-২০১১) তথ্য*

সারণি ২, তপশিলি উপজাতির সাক্ষরতার হারের পরিবর্তন পরিলক্ষিত করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। হাওড়া (১৮.৮০), দার্জিলিং (১৮.৭৮), উত্তর ২৪ পরগনা (১৮.৬৯), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (১৬.৪৩), কলকাতা (৫.৬৭), বাঁকুড়া (৯.৭৭), পুরুলিয়া (১১.২২)।

শ্রেণি	**জেলার নাম**
নিম্ন (সাক্ষরতা হারের পরিবর্তনের মাত্রা ১৪.৫২ এর নিচে)	বাঁকুড়া , বর্ধমান , দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, কলকাতা, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর।
উচ্চ (সাক্ষরতা হারের পরিবর্তনের মাত্রা ১৪.৫২ এর উর্ধ্বে)	মালদা, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, , দার্জিলিং, হাওড়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া।

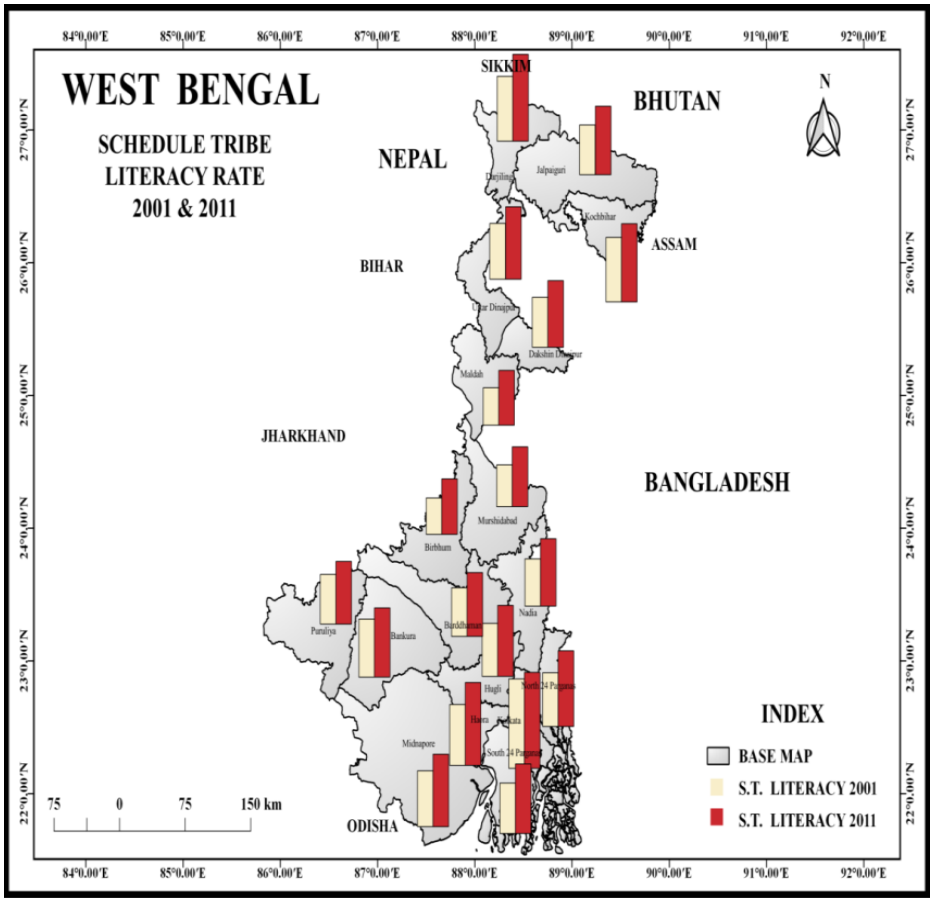

সারণি ৩: পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতির নারী ও পুরুষের সাক্ষরতা হারের পার্থক্য ২০১১

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	তপশিলিজাতির পুরুষদেরসাক্ষরতার হার	তপশিলি জাতির নারীদের সাক্ষরতার হার	তপশিলি জাতির নারী ও পুরুষের সাক্ষরতা হারের পার্থক্য
1	বাঁকুড়া	65.74	42.1	23.64
2	বর্ধমান	71.05	63.6	7.45
3	বীরভূম	67.98	50.42	17.56
4	দক্ষিণ দিনাজপুর	73.82	58.24	15.58
5	দার্জিলিং	80.59	65	15.59
6	হাওড়া	77.29	65.12	12.17
7	হুগলি	76.29	60.24	16.05
8	জলপাইগুড়ি	80.11	65.54	14.57
9	কোচবিহার	80.67	66.01	14.66
10	কলকাতা	85.02	72.85	12.17
11	মালদা	68.58	52.91	15.67
12	মুর্শিদাবাদ	68.45	55.68	12.77
13	নদিয়া	79.01	67.29	11.72
14	উত্তর ২৪ পরগণা	85.37	73.69	11.68
15	পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর	83.17	67.25	15.92
16	পুরুলিয়া	69.82	41.63	28.19
17	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	84.38	67.76	16.62
18	উত্তর দিনাজপুর	70.87	53.31	17.56
	পশ্চিমবঙ্গ	77.22	61.23	15.99

***উৎস** : পশ্চিমবঙ্গের জনগননা (২০০১-২০১১) তথ্য*

সারণি ৩, তপশিলি জাতির নারী ও পুরুষদের সাক্ষরতার হারের পার্থক্য পরিলক্ষিত করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা গুলিতে এবং সব জেলাতেই পুরুষদের সাক্ষরতার হার নারীদের তুলনায় বেশি লক্ষ করা যায়। যে সমস্ত জেলাগুলিতে এই লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতার হারের পার্থক্য বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলি হল- পুরুলিয়া (২৮.১৯), বাঁকুড়া (২৩.৬৪), বীরভূম (১৭.৫৬), উত্তর দিনাজপুর (১৭.৫৬)।

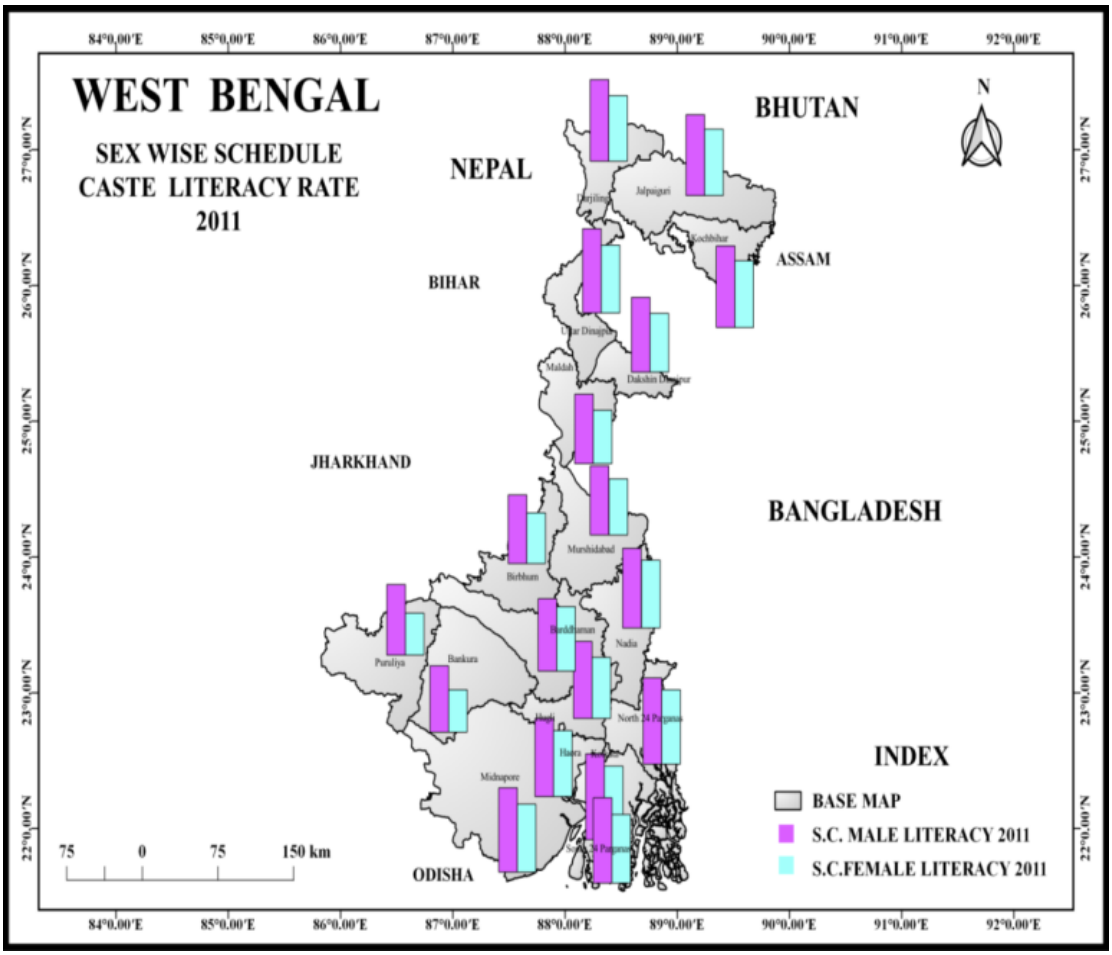

শ্রেণি	জেলার নাম
নিম্ন (তপশিলি জাতির নারী ও পুরুষের সাক্ষরতা হারের পার্থক্য ১৫.৯৯ এর নিচে)	বর্ধমান , দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, কলকাতা, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর। মালদা, উত্তর ২৪ পরগণা, দার্জিলিং, হাওড়া, , জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া।
উচ্চ (তপশিলি জাতির নারী ও পুরুষের সাক্ষরতা হারের পার্থক্য ১৫.৯৯ এর ঊর্দ্ধে)	বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, হুগলি ।

সারণি ৪: পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি উপজাতির নারী ও পুরুষের সাক্ষরতা হারের পার্থক্য ২০১১

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	তপশিলি উপজাতির পুরুষদের সাক্ষরতার হার	তপশিলি উপজাতির নারীদের সাক্ষরতা হারের	তপশিলি উপজাতির নারী ও পুরুষের সাক্ষরতা হারের পার্থক্য
1	বাঁকুড়া	72.93	46.01	26.92
2	বর্ধমান	65.41	44.22	21.19
3	বীরভূম	57.57	37.67	19.9
4	দক্ষিণ দিনাজপুর	65.54	48.5	17.04
5	দার্জিলিং	81.5	67.16	14.34
6	হাওড়া	77.08	64.23	12.85
7	হুগলি	71.39	50.29	21.1
8	জলপাইগুড়ি	67.93	49.51	18.42
9	কোচবিহার	74.82	58.35	16.47
10	কলকাতা	86.81	76.57	10.24
11	মালদা	55.83	37.86	17.97
12	মুর্শিদাবাদ	59.15	43.32	15.83
13	নদিয়া	65.35	49.98	15.37
14	উত্তর ২৪ পরগণা	72.9	56.4	16.5
15	পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর	72.88	51.27	21.61
16	পুরুলিয়া	67.84	39.77	28.07
17	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	69.03	50.17	18.86
18	উত্তর দিনাজপুর	51.96	35.48	16.48
	পশ্চিমবঙ্গ	68.16	47.71	20.45

উৎস : *পশ্চিমবঙ্গের জনগননা (২০০১-২০১১) তথ্য*

সারণি ৪, তপশিলি উপজাতিদের নারী ও পুরুষদের সাক্ষরতার হারের পরিবর্তন উপস্থাপন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা গুলিতে পুরুষদের সাক্ষরতার হার নারীদের তুলনায় বেশি লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত জেলাগুলিতে এই লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতার হারের পার্থক্যের হার বেশি সেই জেলাগুলি হল পুরুলিয়া (২৮.০৭), বাঁকুড়া (২৬.৯২), পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর (২১.৬১), বর্ধমান (২১.১৯)।

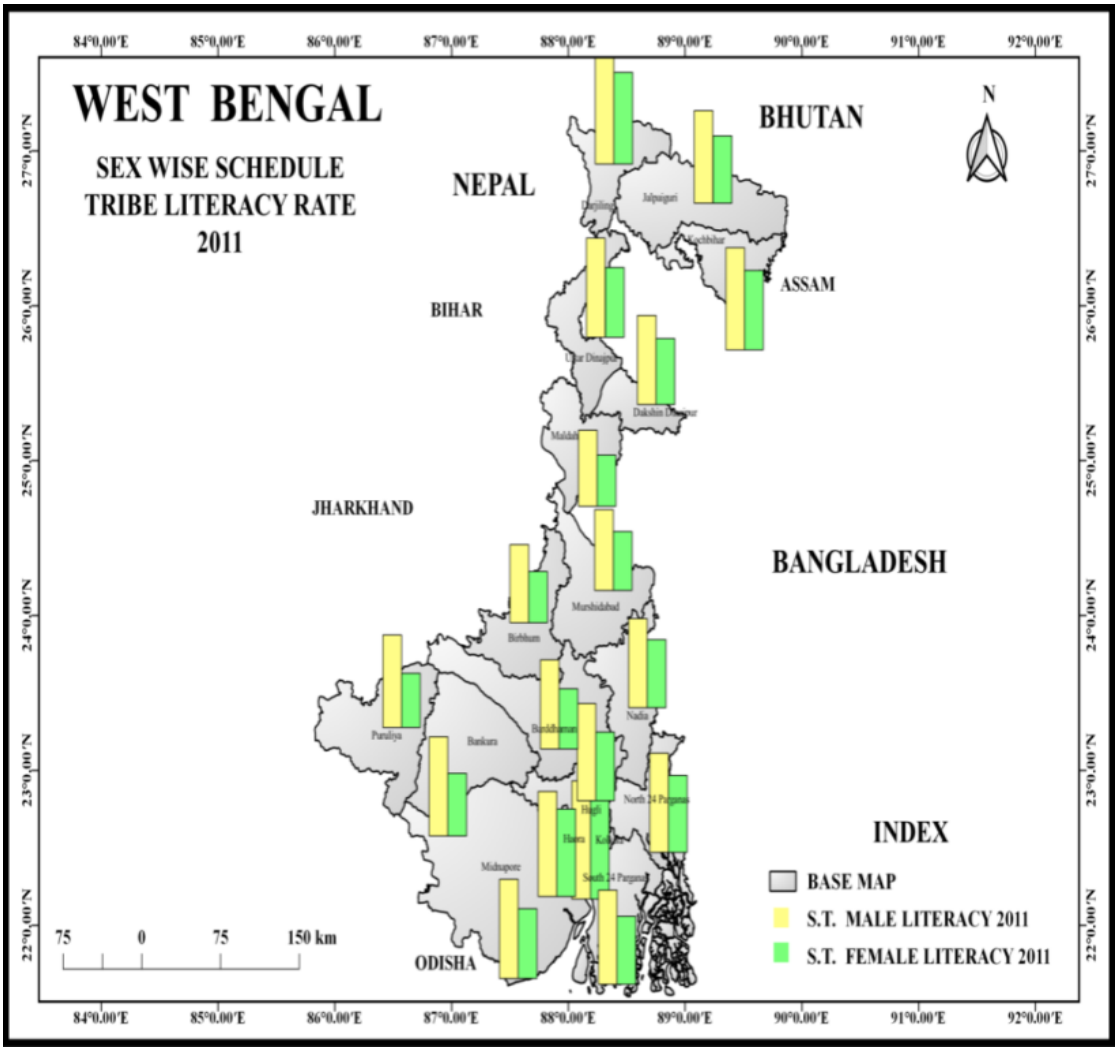

শ্রেণি	জেলার নাম
নিম্ন (তপশিলি উপজাতির নারী ও পুরুষের সাক্ষরতা হারের পার্থক্য ২০.৪৫ এর নীচে)	দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, কলকাতা, মালদা, উত্তর ২৪ পরগণা, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া।
উচ্চ (তপশিলি জাতির নারী ও পুরুষের সাক্ষরতা হারের পার্থক্য ২০.৪৫ এর ঊর্দ্ধে)	বর্ধমান , পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি ।

অনুসন্ধিত অংশ:

- পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২০০১-২০১১ সালের মধ্যে।
- তপশিলি জাতির সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বোচ্চ পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। ১৮টি জেলার মধ্যে ৫টি জেলায় সাক্ষরতার হার নিম্ন এর মধ্যে ২টি জেলা উত্তরবঙ্গের এবং সাক্ষরতার হার উচ্চ ১৩টি জেলায়।
- তপশিলি উপজাতির সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (২০০১-২০১১) সর্বনিম্ন কলকাতাতে (৮.৭৭)। ১৮টি জেলার মধ্যে ৬টি জেলায় সাক্ষরতার হার নিম্ন এর মধ্যে ২টি জেলা উত্তরবঙ্গের এবং সাক্ষরতার হার উচ্চ ১২টি জেলায়।
- নারী সাক্ষরতার হার পুরুষদের সাক্ষরতার হারের থেকে পিছিয়ে আছে। যা নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবকে নির্দেশ করে।
- সাক্ষরতার লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য হার কম তপশিলি জাতির ক্ষেত্রে বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, কলকাতা, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর। মালদা, উত্তর ২৪ পরগণা, দার্জিলিং, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলাগুলিতে।
- তপশিলি উপজাতির ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য হার বেশি লক্ষ করা যায় বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলিতে।

উপসংহার

তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের সাক্ষরতার হার সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পশ্চিম এবং উত্তরের জেলাগুলিতে নারী সাক্ষরতার দিক থেকে পিছিয়ে আছে এবং বিগত দশ বছরে সাক্ষরতার হার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। সুস্থায়ী উন্নয়নের চতুর্থ লক্ষ্যে গুণগত, পরিমানগত এবং সকলের সমান শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৪৬ নম্বর ধারায়, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ১৯৮৬ তে সাম্যের জন্য শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়েপড়া অঞ্চলগুলিতে বিশেষ জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা, সকলকে বোঝানো শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।নিজস্ব উৎপাদন এবং কর্মক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর ভারত সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর সকলের জন্য বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা করেছে, যাতে তারা অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করতে পারে, তাদের সামাজিক উন্নতি হয় কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ, সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ করা, শিক্ষা শেষে যাতে সহজে কাজ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, বালক এবং বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় গড়ে তোলা, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাসহায়ক

উপকরণের ব্যবহার, শিক্ষায় ধীরে ধীরে তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, যা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি করে, আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দান। কোনো দেশের উন্নতি সেই দেশের সামগ্রিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। শিক্ষা হল উন্নতির প্রধান ভিত্তি। শিক্ষাই পারে দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির উন্নতিসাধন করে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

তথ্য সূত্র

1. Basak, P. & Roy, M. S. (2012). District level variation in literacy rate in West Bengal. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 1*(7).

2. Biswas, S. (2017). Educational status of women in West Bengal. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research. 4*(11*).*

3. Chandna, R. C. (2018). *Geography Of Population* (Edn. 12th), Noida, Kalyani Publishers.

4. Chattoraj, K. K & Chand, S. (2015). Literacy trend of West Bengal and its differentials*:* A district level analysis. *Journal of Humanities And Social Science, 20*(9), 19.

5. Dutta, S. & Bisal, S. (2020). Literacy status and trend among scheduled castes of WestBengal : A community level analysis. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, *9*(3), 41 -50

6. Government of India (2001). Primary Census Abstract 2001 West Bengal. Directorate of Census Operations, West Bengal.

7. Government of India (2011). Primary Census Abstract 2011 West Bengal. Register General of India and Census Commissioner, New Delhi.

8. Rukhsana & Asraful, A. (2014). Literacy Difference among Scheduled Caste and Non-Scheduled Castes in West Bengal, India: A District Wise Study. *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, *3*(3).

9. Saha, S. & Debnath, G. C. (2016). Status of literacy in West Bengal: A geographical appraisal. *International Journal of Applied research*, *2*(8), 657-664.